ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 120 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১২০ ● কলকাতা ● ২১ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● মঙ্গলবার ● ০৫ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

গেরুয়া ঝড়ে নিমেষে চূর্ণ তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছাব্বিশের লড়াইয়ে কাজ করল না ডায়মণ্ড হারবার মডেল। বেলা গড়াতেই দিকে দিকে শুধুই গেরুয়া আবির। ১৫ বছরে চুরমার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্রাজ্য। নিমেষে চূর্ণ তৃণমূল। বাংলায় রঙ বদল হতেই রাজ্যের বিদায়ী শাসক শিবিরের সরকারি দফতর নবান্নের সামনে উড়ল বিজেপির দলীয় পতাকা।এই ফলাফলে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন মালদা জেলার বিজেপি কর্মী ও সমর্থকেরা। বিভিন্ন এলাকায় "জয় শ্রী রাম" ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে পরিবেশ।এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গ তুলে বিজেপির এক নেত্রী পাল্টা মন্তব্য করে বলেন, "এখন বেলা বারোটা বেজে গেছে, ফলাফল সকলের সামনে। এবার পিসি-ভাইপো সাবধান হয়ে যাক।" তিনি আরও দাবি করেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কটাক্ষ করার জন্য অবিলম্বে ক্ষমা

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 279

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এইসব কাজ করতাম। অগ্নির সাথে আমার পাক্কা সহযোগিতা ছিল।

অনেক পশুপক্ষী আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল যারা নিয়মিত আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে থাকতাম, তারা তাদের ভাষায় কথা বলতো। আমি তাদের ভাষা বুঝতে চাইতাম আর তাদের আওয়াজের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করতাম।

ক্রমশঃ

ভবানীপুরে গণনা বন্ধ হয়ে গেল, আধ ঘণ্টা ধরে স্থগিত, কারণ অস্পষ্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভবানীপুরে বন্ধ হয়ে গেল ভোট গণনা। আধ ঘণ্টা ধরে গণনা বন্ধ রয়েছে। কারণ খোলসা করেনি নির্বাচন কমিশন। শেষ প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী, ১৩ রাউন্ডের পর ৫৩৪৯ ভোটে এগিয়ে ছিলেন মমতা। তিনি ভোট পেয়েছেন ৪৬ হাজার ৭২৬। শুভেন্দু অধিকারী ভোট পেয়েছেন ৪১ হাজার ৩৭৭।তবে মোট ভোটার কমলেও প্রদত্ত ভোট চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। ২০২১-এ ভোট দিয়েছিলেন ৬ কোটি ৩ লক্ষ ভোটার। আর, এবার মোট ভোট দিয়েছেন ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ভোটার। ২ দফা মিলিয়ে ২০২১-এর তুলনায় ভোটদাতার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩১ লক্ষ। প্রথম দফায় যে ১৬টি জেলায় ভোট হয়েছে, ২০২১-এর তুলনায় সেই জেলাগুলিতে, প্রায় সাড়ে ২১ লক্ষ বেশি ভোট পড়েছে। আর, দ্বিতীয় দফার ৭ জেলায় বেশি ভোট পড়েছে প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষ।

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে ভবানীপুরের ভোটগণনা চলছে। সেখানেই ভোটগণনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভবানীপুরের প্রার্থী মমতা এবং শুভেন্দু সেখানে পৌঁছেছিলেন। তাঁদের ফোন বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও দেয় কমিশন। আর তার পরই গণনা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে হেভিওয়েট আসন ভবানীপুর। সেখানে হঠাৎ গণনা বন্ধ করে দিতে হল কেন? কেন গণনা বন্ধ কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কমিশনের দাবি, ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা হচ্ছে। জানার চেষ্টা হচ্ছে, ঠিক কী ঘটেছে। তবে যেহেতু গণনাকেন্দ্রে কারও হাতে ফোন নেই, তাই পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কমিশনের।

এবারে দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রথম দফায় গত ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হয় দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুরে।

দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হয় গত ২৯ এপ্রিল। ভোটগ্রহণ হয় নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমানে। দুই দফাতেই এবার রেকর্ড হারে ভোটদান হয়। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের তুলনায় ভবানীপুরে গণনা বন্ধ হয়ে গেল, আধ ঘণ্টা ধরে স্থগিত, কারণ অস্পষ্ট-এ ভোটার সংখ্যা ৫১ লক্ষ কমলেও, গতবারের তুলনায় এবার প্রায় ৩১ লক্ষ ভোট বেশি পড়েছে।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ৮২ শতাংশ ভোট পড়েছিল। আর এবার ২০২৬-এ গড়ে ভোট পড়েছে প্রায় ৯৩ শতাংশ। অর্থাৎ, গতবারের তুলনায় এবারের নির্বাচনে প্রায় ১১ শতাংশ ভোট বেশি পড়েছে। এই বিপুল ভোটদান নজিরবিহীন এবং সর্বকালীন রেকর্ড। শতাংশের পাশাপাশি রেকর্ড তৈরি হয়েছে সংখ্যার হিসাবেও। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এরাজ্যে মোট ভোটার ছিলেন ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ। SIR-এর জেরে এবার ভোটার সংখ্যা কমে হয়েছে প্রায় ৬ কোটি ৮৩ লক্ষ। অর্থাৎ, ২০২১-এর তুলনায় এবার ৫১ লক্ষ ভোটার কমেছে।

৯টা জেলায় তৃণমূল শূন্য! মিলে গেল মোদির ভবিষ্যদ্বাণী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬-এর ভোটের ফল কী হবে! এতদিনের প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে বাংলা। তবে এরই মধ্যে মিলে গেল নরেন্দ্র মোদির ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি বলেছিলেন, ফলপ্রকাশের পর দেখা যাবে বাংলার কয়েকটি জেলা 'তৃণমূল শূন্য' হয়ে যাবে। প্রথম দফার ভোটের ৭২ ঘণ্টা আগে প্রধানমন্ত্রীর এই আক্রমণাত্মক ভবিষ্যদ্বাণী শাসক শিবিরের অন্দরমহলে চাপ সৃষ্টি করেছিল।মোদি দাবি করেছিলেন, বাংলার শাসক দল আসলে ভয় পাচ্ছে। সাধারণ ঘরের মেয়েরা বিধানসভায় গিয়ে তাদের দুর্নীতির হিসাব চাইতে পারে বলে।

এবার দেখে নেওয়া যাক কোন কোন জেলায় তৃণমূল এবার শূন্য- কোচবিহার (৯), আলিপুরদুয়ার (৫), জলপাইগুড়ি (৭), কালিম্পং (১), দার্জিলিং (৫), ঝাড়গ্রাম (৪), পুরুলিয়া (৯), পশ্চিম বর্ধমান(৯), পূর্ব মেদিনীপুর (১৬)।বেলদায় এসে মোদি দাবি করেছিলেন, তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বলছে, বাংলার মানুষ এবার পরিবর্তনের সংকল্প নিয়েছে। তিনি সেদিন দাবি করেন, রাজ্যের কিছু জেলায় তৃণমূল একজনও বিধায়ক পাবে না।

প্রধানমন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন, দেশে 'নারী শক্তি' উত্থানে বাধা দেওয়া হয়েছে বারবার। তৃণমূলকে তিনি 'মহিলা-বিরোধী' তকমা দিয়েছিলেন। অভিযোগ করেছিলেন, সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি হয়েছিল। তবে তৃণমূল সেই আইন পাসের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মোদি দাবি করেছিলেন, বাংলার শাসক দল আসলে ভয় পাচ্ছে। সাধারণ ঘরের মেয়েরা বিধানসভায় গিয়ে তাদের দুর্নীতির হিসাব চাইতে পারে বলে।

(১ম পাতার পর)

গেরুয়া ঝড়ে নিমেষে চূর্ণ তৃণমূল

চাওয়া উচিত।হাওড়ায় নবান্নের সামনে দলীয় পতাকা উড়িয়ে গেরুয়া আবির মেখে উচ্ছ্বাসে মাতলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। এখন সরকার গঠন আর শপথ নেওয়া শুধুই সময়ের অপেক্ষা। এদিকে দীর্ঘ ১৫ বছর তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বাংলায় এলো পরিবর্তন বিজেপির হাত ধরে। সাধারণ রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভোটের মেরুকরণ হয়েছে তৃণমূল ভার্সেস জনগণ তারই ফল এই বিপুল ভাবে বিজেপির জয়।এই উন্মাদনা থেকে বাদ পড়েনি মুর্শিদাবাদ বিজেপির সাংগঠনিক জেলা কার্যালয় ও। সেখানে হাজারো কর্মী সমর্থক শামিল হয়েছেন গেরুয়া আবিরে সকলে রাঙ্গাইত।শেষ খবর পর্যন্ত কুড়ি রাউন্ড শেষে বিজেপি প্রার্থী মুর্শিদাবাদ বিধানসভা ক্ষেত্রের ৩৩ হাজার ৪০০ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বি তৃণমূল কংগ্রেসের সাওনি সিংহ রায়ের থেকে। জলপাইগুড়ি তে মহিলারা কোমর দুলিয়া উল্লাস। বিজেপি মহিলা কর্মীদের উল্লাস আশি বছর পর্যন্ত মহিলারাও উল্লাসে। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী নক্সমন লিম্বু এগিয়ে। কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ। অন্যদিকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা যত বেলা গড়াচ্ছে চেয়ার শূন্য হচ্ছে। বিজেপি প্রার্থীর দাবি উন্নয়ন হবে এবার। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন-এর ফলাফল স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। প্রাথমিক ট্রেন্ডে দেখা যাচ্ছে, বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র প্রার্থীরা।

ক্যানিং পূর্বে আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্যারাকপুরে তৃণমূল প্রার্থী সুবোধ অধিকারীকে মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির কাউন্টিং এজেন্টের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে সেই অভিযোগ জমা পড়েছে। অন্য দিকে, ক্যানিং পূর্বের বিজেপি প্রার্থী অসীম সাঁপুইকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। দু'টি ঘটনাতেই নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। কমিশন ইতিমধ্যেই দু'টি ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে। এ ছাড়াও কোচবিহারের দিনহাটায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগও এসেছে নির্বাচন কমিশনের কাছে।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের ফলের প্রবণতায় (বেলা ১:১৫ পর্যন্ত) দেখা যাচ্ছে বিজেপি ১৯২টি আসনে এগিয়ে। প্রাথমিক প্রবণতা স্পষ্ট হতেই দিকে দিকে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের উল্লাস শুরু হয়েছে।

কিন্তু তার মধ্যেই দুই ২৪ পরগনায় দুই ভিন্ন দলের প্রার্থীকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল। উল্লেখ্য, সোমবার সকালে রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ অগ্রবাল সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "ভোটারদের হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, আপনারা কোথাও কোনও অশান্তি করবেন না। ফলাফল যা-ই হোক।"কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, এই ধরনের ঘটনা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। কোনও অশান্তি যাতে না ঘটে, তা পুলিশকে দেখতে হবে। বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক এনকে মিশ্রকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বলেছে কমিশন। এ ছাড়াও জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও)-কেও বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের স্পষ্ট বক্তব্য, যে কেউ জিততে পারেন। কিন্তু কোনও রকম অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। কমিশন আরও জানিয়েছে, তৃণমূল যদি তাদের কাছে অভিযোগ জানায়, প্রতিটি ঘটনায় পদক্ষেপ করা হবে।

পরিবর্তনের বাংলায় গোহারা শওকত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধায়কের আসনে পাঁচ বছর ধরে আসিন। তা সত্ত্বেও আর পাঁচজন নেতার মতো সম্পত্তির পরিমাণ লাফিয়ে বাড়েনি তাঁর। বরং শাসকদলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেড়েছে মামলার সংখ্যা। বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে প্রায় সাড়ে চারশো প্রশ্ন করেছেন। বিলাসবহুল জীবনযাপন না বেছে প্রাধান্য দিয়েছেন এলাকার উন্নয়নে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এক্ষেত্রে শওকতের হারের নেপথ্যে রয়েছে তাঁর ভাবমূর্তি। বছরের পর বছর ওই এলাকায় অশান্তির পিছনে উঠে এসেছে তাঁর নাম। ভোটবঙ্গে ভাইরাল হওয়া 'মাছ চোর' গানেই যেন ধরা ছিল তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের খতিয়ান। বিজেপির ঝড় ওঠা বাংলায় তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিজেপিকে বিশ্বাস করতে না পারলেও শওকতকেও ভরসা করতে পারল না। সেই কারণেই জয়ের মুকুট উঠেছে নওশাদের মাথায়। তবে শুধু ভাঙড় নয়, মিনাখাঁ আসনেও জয় পেয়েছেন আইএসএফ প্রার্থী।আর তাই ছাব্বিশেও সেই ভাইজানকেই ভোটবাক্সে ভালোবাসায় ভরাল ভাঙড়বাসী। একুশের পর পরিবর্তনের বাংলাতেও নিজের গড় সফলভাবে ধরে রাখলেন নওশাদ সিদ্দিকি।

বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কেন্দ্র ভাঙড়। একুশে সবুজ ঝড়ের মাঝেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই একটি মাত্র আসন হাতছাড়া হয়েছিল তৃণমূলের। রাজনীতির ময়দানে

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

রাজপাট গেল মমতার, সঙ্গে হারলেন মোদি-বিরোধী জোটের

বুথফেরত সমীক্ষায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছিল। কিন্তু আমূল পাল্টে যাবে সব কিছু, তা আঁচ করতে পারেননি কেউই। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অপ্রত্যাশিত বিজেপি নেতৃত্বের কাছেও, যে কারণে এই নির্বাচনকে 'মানুষের লড়াই' বলছেন। আর পশ্চিমবঙ্গের এই ফলাফল জাতীয় রাজনীতিতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।শুধু তাই নয়, সোমবার কেরলেও জয়যুক্ত হয়েছে কংগ্রেস। তারা সিপিএম-এর পিনারাই বিজয়কে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। তামিলনাড়ুতে আবার পরাজিত হয়েছে I.N.D.I.A জোটের অন্যতম শক্তি DMK. সেখানে জয়ী হয়েছে থালাপতি বিজয়ের TVK, যাদের সঙ্গে বেশ সখ্য রয়েছে বিজেপি-র। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে বিরোধী বলতে যা বোঝায়, জাতীয় রাজনীতিতে এই মুহূর্তে তা কংগ্রেসই। আম আদমি পার্টি পঞ্জাবে ক্ষমতায় থাকলেও, সেখানে তাদের অবস্থা টালমাটাল। রাঘব চাড্ডা একসঙ্গে ছয় সাংসদকে নিয়ে দল ছাড়ায় দলের অস্তিত্বই এখন সঙ্কটে। উত্তর-পূর্বে বিরোধী শিবির থেকে একক ভাবে বিজেপি-র মোকাবিলা করতে সক্ষম কোনও দল নেই। ফলে জাতীয় রাজনীতির সমীকরণ সরলরেখায়, যার একদিকে বিজেপি-দেশের ক্ষমতাসীন দল এবং অন্য দিকে, কংগ্রেস, প্রধান বিরোধী দল। বিজেপি-র সামনে প্রধান বিরোধী হওয়ার দৌড়ে কংগ্রেসের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের এই পরাজয়ে শুধু বিজেপি নয়, জাতীয় রাজনীতিতে লাভবান হবে কংগ্রেসও। কারণ স্তরে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি-র প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না কংগ্রেসের। (West Bengal Election 2026)

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পরই দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন মমতা। সেই লক্ষ্যপূরণে সমমনস্ক দলগুলির কাছে নিজে থেকেই তদ্বির করেন। লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দিল্লিতে যখন I.N.D.I.A জোট গড়ে উঠছে, সেই সময় কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা মল্লিকার্জুন খড়্গেকে বিরোধীদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করার প্রস্তাব দেন খোদ মমতা। আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালও মমতার সেই প্রস্তাবে সায় দেন। (Mamata Banerjee-Rahul Gandhi)

নেহাত সৌজন্য নয়, বরং রাহুল গাঁধী যাতে বিরোধী শিবিরের মুখ না হয়ে ওঠেন, তাই মমতা এবং কেজরী ওই কৌশলী অবস্থান নিয়েছিলেন বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তুলনামূলক ভাল ফল করে কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা হয়ে ওঠেন রাহুল। তবে সেই সময়ও বিরোধী জোটের 'যোগ্য' মুখ হিসেবে মমতার নাম উচ্চারিত হচ্ছিল আড়ালে-আবডালে। বিশেষ করে হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস পরাজিত হওয়ার পর সেই গুঞ্জন আরও জোর পায়। দাবি ওঠে, কংগ্রেস নয়, তৃণমূলই পারে বিজেপি-কে ঠেকাতে।

কোনও রাখঢাক না করেই সেই সময় তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা যায়, 'গত তিন-চার বছর ধরে ওরা (কংগ্রেস) কী করেছে? I.N.D.I.A জোটের নেতা কে? এখনই ঠিক করে ফেলা উচিত। কংগ্রেসের ব্যর্থতা প্রতিষ্ঠিত এখন। শুধু কংগ্রেস হারেইনি, I.N.D.I.A জোটের আমরাও হেরে গিয়েছি। আমরা কংগ্রেসের উপর আস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু ওরা কাজে করে দেখাতে পারেনি। আমাদের অবস্থানটা বোঝা দরকার। সবাই মমতার সমালোচনা করছিলেন। কিন্তু উপবির্বাচনে ছ'টি আসনে জিতেছি আমরা। ১ লক্ষ ব্যবধানে জিতেছি আমরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রেখেছেন মানুষ। উনি একজন যোদ্ধা। সাংসদ থেকেছেন, রেলমন্ত্রী থেকেছেন। বিরোধী দলনেতা যেই হোন না কেন, প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা আছে ওঁর (মমতার)।'

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(কুড়িতম পর্ব)

তন্ত্রের হাতে খড়ি । বামদেব তারামায়ের একান্ত একনিষ্ট ভক্ত । তারাপীঠের নিকটবর্তী মল্ল রাজাদের মন্দিরময় গ্রাম মালুটি তাঁর সাধন ক্ষেত্র ।তারাপীঠের মায়ের সন্তান তিনি । এখন প্রশ্ন হল হলঃ- মায়ের প্রতি এই সন্তান কিভাবে এক হয়েছিলেন । মাটির পুতুল নাকি কথা বলে , এমন কথা বাবার কাছে প্রথম তিনি শোনেন । আর তাকেই তিনি সত্য বলে মেনে নেন । বারে বারে মায়ের কাছে আছড়ে পড়েন তিনি । কিন্তু যখন সাধকের সাধনা নিত্য ছেড়ে সেই চরণে নিয়োজিত হয়, তখন মনে হয় সাধ্য সাধনা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ফালাকাটায় গেরুয়া ঝড়, বিপুল ব্যবধানে জয় দীপক বর্মনের

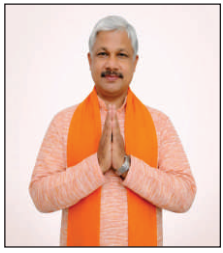

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগকে সামনে রেখেই এবারের নির্বাচনে ভোটাররা তাঁদের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাধারণ মানুষের বড় অংশ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন, যার প্রতিফলন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফলে।এই কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায়কে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। তিনি আনুমানিক ৪৬,৩১৯ ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করে নজর কেড়েছেন।এই জয়ের ফলে ফালাকাটা জুড়ে বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় আনন্দ মিছিল, আবির খেলায় মেতে ওঠা এবং উচ্ছ্বাসের চিত্র চোখে পড়েছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, এই ফলাফল শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক জয়

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বাঙালি মহাজাতির উৎসে এই দ্রাবিড়ভাষী ও ব্রাত্য আর্যভাষী ব্যতীত অপর দুটি উপাদান, টিবেটো-বার্মিজ এবং অস্ট্রো-এশিয়াটিক – তাদের নিজস্ব মাতৃকা উপাসনার ধারাও এসে মিশেছে সন্দেহ নেই।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৪ পাতার পর)

ফালাকাটায় গেরুয়া ঝড়, বিপুল ব্যবধানে জয় দীপক বর্মনের

নয়, বরং উন্নয়নের প্রত্যাশা ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। বহু ভোটার মনে করছেন, এই রায় আগামী দিনে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে নতুন দিশা দেখাতে পারে। উল্লেখযোগ্যভাবে, আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপির সাফল্য রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। এই ধারাবাহিক জয় জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে এই ফলাফলকে ঘিরে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

ফালাকাটায় গেরুয়া ঝড়,বিপুল ব্যবধানে জয় দীপক বর্মনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গণনা চলাকালীন বা তার শেষে কোনও অশান্তি এড়াতে সোমবার শহরের রাস্তায় নামছে অতিরিক্ত তিন হাজার পুলিশ। থাকছেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার পুলিশকর্তারাও। গণনা শেষ হওয়ার পরই ফের পুলিশকে নিয়ে সারা শহরজুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দেবে বলেই খবর।পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, কলকাতায় ভোট পরবর্তী হিংসা ও অশান্তির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাই ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরও প্রায় ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে শহরে। বিগত কয়েকটি ভোটের পর কলকাতার যে অঞ্চলগুলিতে গোলমাল বা হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলি আগেই পুলিশ চিহ্নিত করেছে। এ ছাড়াও গত কয়েকদিনের মধ্যে শহরের যে জায়গাগুলিতে গোলমাল হয়েছে অথবা ভোটের দিনও যে অঞ্চলগুলিতে অশান্তি হয়েছে বলে খবর, সেই অঞ্চলগুলিতে পুলিশ টহল দেবে। ওই অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীও রুট মার্চ করতে পারে। এ ছাড়াও প্রয়োজনে ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, সোমবার সকাল থেকেই কলকাতায় আটটি কেন্দ্রে ভোট গণনা হবে। সেগুলি হচ্ছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, আলিপুরের হেস্টিংস হাউস কমপ্লেক্স, যাদবপুরের এপিসি রায় পলিটেকনিক কলেজ, আলিপুরের জাজেস কোর্ট রোডের বিহারীলাল কলেজ, ডায়মন্ড হারবারবার রোডের সেন্ট থমাস বয়েজ স্কুল, লর্ড সিনহা রোডের সাখোয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল, বেলতলা রোডের বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল ও বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি। প্রত্যেকটি গণনাকেন্দ্রের ভিতরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকছে। ভিতরে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, সশস্ত্র পুলিশ আধিকারিক ও সশস্ত্র পুলিশ কনস্টেবল। গণনাকেন্দ্রের বাইরেও থাকছে যথেষ্ট নিরাপত্তা। কেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে কোনও সমর্থককে ঢুকতে দেওয়া হবে না। একাধিক রাজনৈতিক দলের সমর্থক কেন্দ্রের বাইরে উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের মধ্যে যেন তফাৎ থাকে, সেদিকে নজর থাকবে পুলিশের। গণনাকেন্দ্রগুলির বাইরের গেট থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত থাকবে প্রথম স্তরের নিরাপত্তা। এরপর থাকবে দ্বিতীয় স্তরের নিরাপত্তা। ভোটের ফল ঘোষণার মধ্যেই যাতে রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা কোনও অশান্তি করতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর থাকছে পুলিশের। ভোটে প্রার্থী জেতার পর যে রাস্তাগুলি দিয়ে বিজয় মিছিল বের হবে, সেদিকও নজর দেবে পুলিশ। প্রত্যেকটি মিছিলের সঙ্গে যাতে পুলিশ থাকে, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মিছিলে থাকা কোনও সমর্থক যাতে কোনও এলাকায় গোলমাল না করে অথবা মিছিলের উপর যাতে কোনও হামলা না হয়, পুলিশের পক্ষে সেই ব্যাপারে নজর দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোনও গোলমাল বা অশান্তির খবর পেলে সেখানে হাজির হতে পারে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা ও লালবাজারের পুলিশকর্তারা গণনাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। এদিন লালবাজারে ভোট গণনা নিয়ে পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন পুলিশ কমিশনার। ভোট পরবর্তী অশান্ত রুখতে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন লালবাজারের কর্তারা।

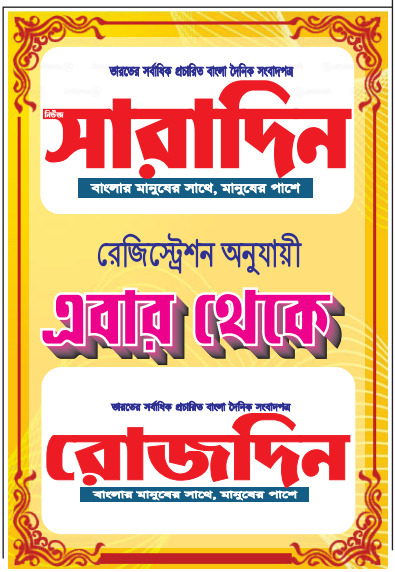

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

প্রধানমন্ত্রী ‘মন কি বাত’-এর ১৩৩ তম পর্বে তাঁর ভাষণের কিছু ঝলক শেয়ার করেছেন

[শেষ পর্ব]

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের cheese। কিছুদিন আগে আমি টুইট করে একটি তথ্য ভাগ করেছিলাম। ব্রাজিলে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক চিজ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চিজ এর দুটি ব্র্যান্ডকে প্রতিষ্ঠিত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ের চর্চা সোশ্যাল মিডিয়াতেও অনেক হয়েছে। অনেকেই আমাকে বলেছেন ভারতের চিজে যে বৈচিত্র আছে তা নিয়েও চর্চা হওয়া উচিত।

বন্ধুরা, ভারতের ডেয়ারি সেক্টরে অনেক বড় পরিবর্তন আসছে। এই সেক্টরে ভ্যালু এডিশনের ফলে আমাদের পারম্পরিক স্বাদ একটি নতুন পরিচয় পেয়েছে। আজ ভারতীয় চিজ পৃথিবীব্যাপী নিজের একটি স্থান তৈরি করছে। ব্রেকফাস্ট হোক, লাঞ্চ হোক বা ডিনার পৃথিবীর প্লেট জুড়ে ভারতের স্বাদ পৌঁছে যাচ্ছে। জম্মু-কাশ্মীরের কলারি চিজ এর কথাই ভাবুন- একে 'কাশ্মীরের মোজারেলা' বলা হয়ে থাকে। গুজ্জার-বকরওয়াল অর্থাৎ ছাগল পালনকারী সম্প্রদায়ের মানুষ, বহু প্রজন্ম থেকে এই চিজ বানাচ্ছে এবং খেয়ে আসছে। অন্যদিকে সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ আর লাদাখেও 'ছুরপী' খুব জনপ্রিয়। পাহাড়ের সরলতা ও কোমলতা এর স্বাদের মধ্যে অনুভব করা যায়। এই চিজ এর বিশেষত্ব হলো যে এটি ইয়াকের দুধ থেকে তৈরি হয়।

বন্ধুরা, মহারাষ্ট্র আর গুজরাটের "টোপলি নু পনির" যা 'সুরতি চিজ" নামেও পরিচিত। তারও নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। এখানে আমি কয়েকটি নাম বলেছি কিন্তু আমাদের দেশের স্বাদের জগত খুব বিস্তৃত। আজ এই ঐতিহ্য নতুন শক্তি অর্জন করছে। অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী এই খাতে বিনিয়োগ করছেন। আধুনিক প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে, প্যাকেজিং আরও উন্নত হচ্ছে এবং আমাদের পণ্য বিশ্বমানের হয়ে উঠছে। ফলস্বরূপ, ভারতীয় চিজ এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ববাজার এবং রেস্তোরাঁয় পৌঁছে যাচ্ছে। যখন আমরা স্থানীয় থেকে বিশ্বব্যাপী প্রসারের কথা বলি, তখন ভারতীয় চিজের উদাহরণ আমাদের পথ দেখায়। আমার বিশ্বাস যে ভারতের স্বাদ, ভারতীয় ঐতিহ্য এবং ভারতীয় গুণমান বিশ্বজুড়ে মানুষকে একটি নতুন অভিজ্ঞতা দেবে এবং ভারতের সঙ্গে একটি নতুন সংযোগ তৈরি করবে।

প্রিয় দেশবাসী, এই মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নববর্ষসহ নানান উৎসব পালিত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই আগামী ৯ই মে, পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে আমরা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি পালন করব। গুরুদেব ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি শুধু একজন মহান লেখক ও চিন্তাবিদই ছিলেন না, বহু বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন শিল্পের পক্ষপাতী ছিলেন যা নিশ্চিত কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে গ্রামেরও উন্নতি করে। রবীন্দ্রসংগীতের প্রভাব আজও সারা বিশ্বজুড়ে। আমার শান্তিনিকেতন ভ্রমণের স্মৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এই সেই প্রতিষ্ঠান যাকে তিনি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে লালন পালন করেছেন। তাঁর প্রতি আমার আবারও বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বন্ধুরা, মে মাস আমাদের ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি ভারতমাতার সেই সকল বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যাঁরা জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। এই সময়টা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ছুটিরও সময়। আমার আবেদন তারা যেন তাদের ছুটি পুরোপুরি উপভোগ করে এবং নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করে। গ্রীষ্মের এই মরসুমে, আপনারা সবাই নিজেদের স্বাস্থ্যেরও পূর্ণ যত্ন নেবেন। আগামী মাসে আবার কথা হবে কিছু নতুন বিষয় নিয়ে এবং আমাদের দেশবাসীর কিছু নতুন সাফল্য নিয়ে। অনেক অনেক ধন্যবাদ।

(৩ পাতার পর)

পরিবর্তনের বাংলায় গোহারা শওকত

নেমেই শাসকদলকে টেক্কা দিয়েছিলেন পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকি। ছাব্বিশেও ভাঙড় আইএসএফেরই থাকবে বলে আত্মবিশ্বাসী ছিল দল। গণনার সকালেও ডবল ডিজিট আসন জিতবেন বলে জানিয়েছিলেন নওশাদ। গণনার শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও বেলা গড়াতেই দেখা গেল, ডবল ডিজিট না ছুঁলেও নিজের গড় নিজের দখলেই রাখলেন নওশাদ। দীর্ঘদিনের চেনা মাটিতে দাঁতও ফোটাতে পারলেন না শওকত মোল্লা।

শওকতের হারের নেপথ্যে রয়েছে তাঁর ভাবমূর্তি। বছরের পর বছর ওই এলাকায় অশান্তির পিছনে উঠে এসেছে তাঁর নাম। ভোটবঙ্গে ভাইরাল হওয়া ‘মাছ চোর’ গানেই যেন ধরা ছিল তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের খতিয়ান।

ভাঙড়ের নির্বাচনী যুদ্ধ বরাবরই বেশ জমজমাট। ২০০৬ সালে সিপিএমের ‘রাজত্বে’ও তৃণমূলের 'তাজা নেতা' আরাবুল ইসলাম ভাঙড়ের লাল-দুর্গ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। যদিও ২০১১ সালে পালাবদলের সময় এই কেন্দ্রের দখল নেন সিপিএমের বাদল জমাদার। এরপর ২০১৬ সালে সিপিএম জমানার দাপুটে মন্ত্রী 'চাষার ব্যাটা' আবদুর রেজ্জাক মোল্লা তৃণমূলের টিকিটে জিতে বিধায়ক হন। একুশে ভাঙড়ের রাজনীতিতে অপ্রত্যাশিত বদল আসে। তৃণমূল-বিজেপি বা সিপিএম নয়, ভাঙড়ের মানুষ ভরসা করেন ‘ঘরের ছেলে’ আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকিকে। তৃণমূলের বাঘা নেতা রেজাউল করিমকে পরাজিত করেন তিনি।

ছাব্বিশের ভোটমুখী ভাঙড়ে মূল মাথাব্যথা ছিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও কর্মসংস্থানের অভাব। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই ব্যাট চালিয়েছেন নওশাদ। এদিকে ভাঙড় পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূলও। সেই কারণেই কার্যত শওকত মোল্লাকে তুরুপের তাস করেছিল ঘাসফুল শিবির। কঠিন লড়াই জানা সত্ত্বেও ক্যানিং পূর্ব আসন থেকে সরিয়ে এনে তাঁকে প্রার্থী করেছিল ভাঙড়ে। গণনার শুরুর দিকে মনে করা হচ্ছিল, একেবারে ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। প্রথম কয়েক রাউন্ডে এগিয়ে ছিলেন শওকত। কিন্তু বেলা গড়াতেই বদলে গেল ছবিটা। যতটা সময় এগিয়েছে, জয়ের ব্যবধান বাড়িয়েছেন ভাইজান। ভাঙড় দখল তো হলই না, উলটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আরও বেশ কয়েকটি জেতা আসনও হাতছাড়া হল তৃণমূলের।

সিনেমার খবর

‘হক’ সিনেমার জন্য কুরআন ও আরবি শিখেছিলেন ইয়ামি গৌতম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে বহুমুখী চরিত্র পর্দায় ফুটিয়ে তোলার জন্য সুপরিচিত ইয়ামি গৌতম। ক্যারিয়ারে বেশ কিছু ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয় করে আগেই নিজের জাত চিনিয়েছেন। একজন দক্ষ অভিনয়শিল্পী নিজের চরিত্রকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলতে কতটা পরিশ্রম করতে পারেন, গত বছর তারই অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এই ভারতীয় অভিনেত্রী।

গত বছরের নভেম্বরে মুক্তি পায় আলোচিত বলিউড সিনেমা ‘হক’। এটি মূলত ১৯৭০-এর দশকের ভারতের এক সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। ছবির মূল চরিত্র শাজিয়া বানো হিসেবে তাতে অভিনয় করেন ইয়ামি।

সম্প্রতি বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্ককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ছবির পরিচালক সুপর্ণ ভার্মা জানিয়েছেন, তার পরিচালিত ‘হক’-এর প্রস্তুতির জন্য ইয়ামি কোনো সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নেননি। সাক্ষাৎকারে ভার্মা জানান, ছবির প্রধান চরিত্র শাজিয়া বানোতে অভিনয় করার জন্য অভিনেত্রীকে তিনি কুরআন শেখার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন।

ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করাই ‘হক’ সিনেমার মূল উদ্দেশ্য বলেও উল্লেখ করেন এই নির্মাতা।

সাক্ষাৎকারে ভার্মা বলেন, ‘চার মাস সময় নিয়ে ইয়ামি ভাষা ও উচ্চারণ বোঝার চেষ্টা করেছে। আমরা যেভাবে কুরআন ব্যবহার করেছি, তা সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ কারণেই আমি ছবিটি ‘ইকরা’ শব্দ দিয়ে শেষ করেছি।’

ইসলাম নিয়ে ভ্রান্ত তথ্য ও বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে ভার্মা বলেন, ‘ইসলামকে ঘিরে অসংখ্য ভুল ধারণা রয়েছে। আমরা এখন ভ্রান্ত তথ্যের যুগে বাস করছি। অ্যান্ড্রু টেটের মতো ব্যক্তিকে যারা বোঝে ও সমর্থন করে—তাদের নিয়েই যেন এক আলাদা জগৎ তৈরি হয়েছে। আমরা এক বিকৃত বাস্তবতায় বসবাস করছি।’

নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন এই নির্মাতা। তিনি বলেন, ‘আমার সারা জীবনেই মুসলিম বন্ধু ছিল। একজন ভারতীয় হিসেবে আমি বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছি। আমরা প্রায় দেড় বছর সময় নিয়ে ইসলামি আইন নিয়ে গবেষণা করেছি’।

চলচ্চিত্রটিতে শরিয়াহ আইন ও তিন তালাকের মতো বিতর্কিত বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভার্মা বলেন, ‘তিন তালাক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি ভুল ধারণাগুলো দূর করতে চেয়েছি। মানুষকে বোঝাতে চেয়েছি, ‘মোহর’ আসলে নারীদের জন্য এক ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা’।

চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন, এখন কেন এ গল্প? ৪০ বছরে নারীদের জন্য কী বদলেছে? তখনো তারা পুরুষশাসিত সমাজে বাস করত, এখনো করে। একই বৈষম্য, একই বাধার মুখোমুখি হয় তারা’।

‘হক’ চলচ্চিত্রে এক নারীর ভরণপোষণ ও সম্মানের জন্য আইনি লড়াই তুলে ধরা হয়েছে। স্বামীর পরিত্যাগ ও তালাকের পর তার ব্যক্তিগত সংগ্রাম কীভাবে নারীর অধিকার নিয়ে জাতীয় বিতর্কে রূপ নেয়, সেটিই ছবির মূল উপজীব্য।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যে কঠিন কাজটি করলেন দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী সুপারস্টার আল্লু অর্জুন আর বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে একসঙ্গে দেখার অপেক্ষায় দিন গুনছেন কোটি ভক্ত। পরিচালক অ্যাটলির বিগ বাজেটের ছবি রাকা ঘিরে উন্মাদনা যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই ছড়িয়ে পড়ে গুঞ্জন। দ্বিতীয়বার মা হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসার পর প্রশ্ন ওঠে, ছবি থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন কি দীপিকা। অবশেষে সেই ধোঁয়াশা কাটাল নির্মাতারা।

গর্ভাবস্থায় অ্যাকশন শুটিং, সর্বোচ্চ সতর্কতায় চলছে কাজ

এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে রাকা নির্মাতারা জানিয়েছেন, সবকিছু আগের পরিকল্পনা মাফিক চলছে। দীপিকা পাড়ুকোন ছবিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী চরিত্রে অভিনয় করছেন। তার থাকা নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেও কাজের প্রতি বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি এই বলিউড কুইন। এই অবস্থায়ই তিনি বেশ কিছু কঠিন অ্যাকশন সিকোয়েন্সের শুটিং শেষ করেছেন। তবে সেটে তার ও অনাগত সন্তানের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

প্রথম সন্তান দুয়ার পর দীপিকা ও রণবীর সিং দম্পতি এখন দ্বিতীয় অতিথিকে বরণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই সময়েও কাজের প্রতি দীপিকার এমন পেশাদারিত্ব দেখে মুগ্ধ গোটা ইন্ডাস্ট্রি।

সান পিকচার্সের প্রযোজনায় রাকা মুক্তি পেতে যাচ্ছে ২০২৭ সালে। আল্লু অর্জুনের ৪৪তম জন্মদিনে প্রকাশিত তার প্রথম লুক ইতিমধ্যেই নেট দুনিয়ায় ঝড় তুলেছে। ন্যাড়া মাথার এক বিধ্বংসী লুকে পর্দার পুষ্পাকে দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন দর্শকরা। আর সেখানে দীপিকার উপস্থিতি ছবিটিতে যোগ করবে এক অনন্য মাত্রা।

‘ভূত বাংলা’ সাফল্যের মধ্যেই নতুন ছবিতে অক্ষয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খিলাড়ি’খ্যাত বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার আবারও নিজের সেই চেনা রূপে দর্শকের মাঝে ধরা দিয়েছেন। সম্প্রীতি তার অভিনীত এবং প্রিয়দর্শন পরিচালিত নতুন সিনেমা ‘ভূত বাংলা’ বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছে।

হরর-কমেডি ছবিটি ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে ১০৬ কোটি ভারতীয় রুপির বেশি আয় করে নতুন রেকর্ডের পথে হাঁটছে। এরই মধ্যে নতুন সুখবর নিয়ে হাজির হলেন অক্ষয় কুমার।

বিদ্যা বালানের সঙ্গে নতুন একটি নতুন কমেডি ছবির কথা জানিয়েছেন এ অভিনেতা। বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) ‘ভূত বাংলা’ খ্যাত এই অভিনেতা ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টের মাধ্যমে প্রকল্পটি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য বিমানে ওঠার একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, যেখানে শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

পোস্টের ক্যাপশনে ৫৮ বছর বয়সী এই অভিনেতা জানান, তারা বাজমীর পরবর্তী ছবির জন্য কেরালা যাচ্ছেন। তিনি এটিকে বিদ্যার সঙ্গে তার চতুর্থ ছবি হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন,তাদের জুটি সৌভাগ্য বয়ে আনবে। পোস্টটিতে এই প্রকল্প সম্পর্কে প্রথম সরাসরি আপডেটও দেওয়া হয়েছে, যেখানে দুই অভিনেতাকে একসঙ্গে শুটিংয়ের জন্য বের হতে দেখা যায়।

এর আগে ২০০৭ সালে এ জুটির মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ভুল ভুলাইয়া’ ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। একই বছর তারা ‘হে বেবি’ ছবিতেও একসঙ্গে কাজ করেন। এরপর তারা ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মিশন মঙ্গল’ ছবিতে একসঙ্গে ফিরে আসেন।

তাদের অতীতের ছবিগুলো কমেডি থেকে ড্রামা পর্যন্ত বিভিন্ন ঘরানার, আর একারণেই তাদের সাম্প্রতিক ঘোষণাটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাজমীর এই ছবিটি তাদেরকে আবারও একসঙ্গে একটি কমেডি-ড্রামায় নিয়ে আসছে।

অক্ষয়কে সম্প্রতি প্রিয়দর্শন পরিচালিত ‘ভূত বাংলা’ ছবিতে দেখা গেছে। এই ছবির মাধ্যমে ১৪ বছর পর পরিচালকের সঙ্গে তার কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই ছবির অন্যান্য কলাকুশলীদের মধ্যে রয়েছেন, পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, টাবু, ওয়ামিকা গাব্বি, মিথিলা পালকার এবং প্রয়াত অভিনেতা আসরানি।

এদিকে বিদ্যাকে এরপর ‘রাজা শিবাজি’ ছবিতে দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন রিতেশ দেশমুখ, এতে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন। এই ছবিতে যোদ্ধা রাজার যৌবন থেকে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত যাত্রার কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। রিতেশ ও বিদ্যার পাশাপাশি ছবিটিতে সঞ্জয় দত্ত এবং জেনেলিয়া দেশমুখসহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন। রাজা শিবাজি পহেলা মে মুক্তি পেতে চলেছে।

বিধ্বস্ত হায়দ্রাবাদ, স্পিন মন্ত্রেই জয়ের হ্যাটট্রিক কেকেআরের!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথমে টানা হার, এবার টানা জয়। কেকেআরের আইপিএল ২০২৬ যাত্রাকে ব্যক্ত করতে গেলে এভাবেই করতে হয়। প্রথমে টানা ৫ ম্যাচে হার, সেখান থেকে টানা ৩ ম্যাচে জয়। প্লে-অফ এখনও অনেক দূরে হলেও আস্তে আস্তে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে টিম কেকেআর। রবিবার ৭ উইকেটে হারিয়েছে হায়দরাবাদকে।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে একসময় ৯ ওভারের মধ্যেই ১০৫/২ ছিল হায়দরাবাদের স্কোর। সেখান থেকে বাকি নয় উইকেট পড়ল ৬০ রানের মধ্যে। সর্বোচ্চ স্কোর করলেন ট্র্যাভিস হেড (২৮ বলে ৬১)। ঈশান কিষান করলেন ২৯ বলে ৪২ রান। বরুণ চক্রবর্তী (৩/৩৬), নারিন (২/৩১) ও কার্তিক ত্যাগীর (২/৩০) দাপটে ১৬৫ রানেই অল আউট হয়ে গেল সানরাইজার্স।

জবাবে ব্যাটে নেমে শুরু থেকে মারা শুরু করলেও জলদিই আউট হয়ে যান ফিন অ্যালেন (২৯)। তারপর থেকেই নাইট ইনিংস শক্ত করার দায়িত্ব নেন অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে (৪৩) ও অঙ্গকৃষ রঘুবংশী (৫৯)। শেষে ১১ বলে ২২ রানের ইনিংস খেলে কেকেআরকে ১০ বল বাকি থাকতেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দেন রিঙ্কু সিং। এই জয়ের ফলে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ৮ নম্বরে রয়েছে কেকেআর।

ম্যাচ জিতে দলের বোলিং কোচ ডোয়েন ব্র্যাভো ও টিম সাউদিকে কৃতিত্ব দিলেন কেকেআর ক্যাপ্টেন রাহানে। তাঁর কথায়,"ওঁরা (ব্র্যাভো ও সাউদি) খুব পরিশ্রমী। অনুশীলনে অনেক কথা বলে বোলারদের সঙ্গে। পরিকল্পনা করে। কৌশল তৈরী করে কাজেও লাগায়। আজ আমরা বোলিংয়ের সময় ভাল বল করেছি। স্পিনাররা খুব ভাল বল করেছে।" যদিও প্লে-অফ এখনও অনেক দূর কিন্তু কেকেআর এই অবস্থা থেকে টানা জিততে থাকলে প্লে-অফের রাস্তা খুব একটা কঠিন হবে না নাইটদের জন্য।

খেলাধুলার 'অস্কার' জিতলেন আলকারাজ ও সাবালেঙ্কা, বর্ষসেরা তরুণ ইয়ামাল

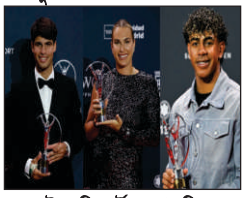

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'খেলাধুলার অস্কার' খ্যাত মর্যাদাপূর্ণ লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডসে এবার দাপট দেখিয়েছে টেনিস। বর্ষসেরা পুরুষ ও নারী ক্রীড়াবিদের দুটি শীর্ষ পুরস্কারই নিজেদের করে নিয়েছেন টেনিস কোর্টের তারকারা। বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হয়েছেন কার্লোস আলকারাজ এবং বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদের মুকুট পরেছেন আরিনা সাবালেঙ্কা। অন্যদিকে, বর্ষসেরা তরুণ ক্রীড়াবিদের পুরস্কার উঠেছে বার্সেলোনার স্প্যানিশ উইঙ্গার লামিনে ইয়ামালের হাতে।

স্পেনের মাদ্রিদের সিবেলেস প্যালেসে বিজয়ীদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। গত বছর ফ্রেঞ্চ ওপেন ও ইউএস ওপেন জিতে দারুণ সময় কাটানো ২২ বছর বয়সী আলকারাজ ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো এই স্বীকৃতি পেলেন। উচ্ছ্বসিত আলকারাজ বলেন, 'যাঁরা খেলাধুলা এত গভীরভাবে বোঝেন, তাদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি পাওয়া আরও বেশি অর্থবহ। এই রাত আমি কোনো দিন ভুলব না, হৃদয়ে গেঁথে থাকবে সব সময়।'

অন্যদিকে, গত বছর ইউএস ওপেন জয়ী নারীদের শীর্ষ বাছাই সাবালেঙ্কাও প্রথমবারের মতো লরিয়াস পুরস্কার জিতেছেন। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি এখন কাঁপছি! আমার নামটা সেসব কিংবদন্তি খেলোয়াড়ের পাশে লেখা হবে, যাদের দেখে বড় হয়েছি, যাদের অনুসরণ করেছি। বিষয়টা ভাবতেই একটু অবিশ্বাস্য লাগছে।'

বর্ষসেরা তরুণ ক্রীড়াবিদের পুরস্কার পেয়ে বেশ খুশি ইয়ামাল। তিনি বলেন, 'আমি এই পুরস্কার পেয়ে খুবই আনন্দিত। এটা আমার জন্য বড় সম্মানের। আমি একাডেমিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমার পরিবারকে—আমার মা, যিনি আমার ভাইকে নিয়ে বাসায় আছেন, আমার বাবা, আমার দাদি, আমার সতীর্থরা এবং সেই দলকে, যারা সব সময় আমাকে সমর্থন দেয়।'

এরপর লিওনেল মেসিকে স্মরণ করে তিনি আরও বলেন, 'আমার কাছে লিওনেল মেসি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়। সব খেলাধুলার মধ্যে তিনি সেরা কি না, জানি না, তবে না হলেও খুব কাছাকাছি আছেন। তিনি একজন আদর্শ। তিনি যা অর্জন করেছেন, তার জন্য সবাই তাকে সম্মান করে।'

ভারতে খেলতে যাবে না পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিরাপত্তার কারণে ভারতে খেলতে যাচ্ছে না পাকিস্তান ক্রিকেট দল। দক্ষিণ এশিয়ার সাফ নারী ফুটবল থেকে সরে দাঁড়াল পাকিস্তান।

আগামী ২৫ জুন থেকে ৬ জুন পর্যন্ত সাফ প্রতিযোগিতা চলবে গোয়ার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে। সেই প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে থাকছে না পাকিস্তান।

নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে তারা। ২০১৬ সালের পর আবার সাফ প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে ভারত।

পাকিস্তান না থাকায় ছটি দেশকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। সম্প্রতি ঢাকায় সাফের সচিবালয়ে আনুষ্ঠানিক ড্র হয়েছে। দুটি গ্রুপে রয়েছে তিনটি করে দল। ভারত ছাড়াও নেপাল, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, ভুটান এবং মলদ্বীপ খেলবে এই প্রতিযোগিতায়।

ভারতের জন্য অসুবিধার না হলেও, পাকিস্তানের নারী ফুটবল দলের জন্য এই সিদ্ধান্ত বড় ধাক্কা। এই প্রতিযোগিতায় খেলে নিজেদের প্রতিভা চেনানোর সুযোগ ছিল তাদের সামনে। সেটাও হচ্ছে না।

এর আগে নভেম্বরে ভারতের তামিলনাড়ুতে হওয়া জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ থেকেও নাম তুলে নিয়েছিল পাকিস্তান। তার আগে রাজগীরে এশিয়া কাপেও দল পাঠায়নি তারা।

উল্লেখ্য, নারীদের সাফ কাপে ভারত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন। বাংলাদেশ ট্রফি জিতেছে দুইবার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR